দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 10 JAN 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

015

শিক্ষাঙ্গন

নরসিংদী জেলার প্রাথমিক শিক্ষা

নরসিংদী জেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা দিন দিন সংকটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অথচ এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্তকর্তাগণ সম্পূর্ণ উদাসীন।

৬টি উপজেলার অধিকাংশ বিদ্যালয়ের অবস্থাই জরাজীর্ণ। বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র ও শিক্ষক সংকট তীব্রতর হয়ে উঠেছে। শিক্ষা উপকরণের মূল্য এবং বেসরকারী বিদ্যালয়ের বেতন বৃদ্ধির ফলে জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষাগ্রহণেচ্ছু শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাস পাচ্ছে।

অধিকাংশ বিদ্যালয়ে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাব চরমভাবে পরিলক্ষিত। ১৯৮৩-৮৪ অর্থ বছরে জেলার কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার করা হলেও অধিকাংশ বিদ্যালয়ই বর্তমানে সংস্কারবিহীন অবস্থায় পড়ে আছে।

এসব বিদ্যালয়ে বর্তমানে ক্লাস নেয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছে। কোন কোন বিদ্যালয়ে খোলা আকাশের নীচে অথবা গাছ তলায় ক্লাস হচ্ছে।

বিদ্যালয় উন্নয়ন মঞ্জুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যায়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ নাকি এ দুর্নীতির কেন্দ্রস্থল বলে সংশ্লিষ্ট মহল অভিযোগ করেন। কোন তদবির না করলে নাকি উন্নয়নের তালিকায় বিদ্যালয়ের নাম উঠে না। তাছাড়াও কোন প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহের ক্ষেত্রেও দুর্নীতির আশ্রয় নেয়া হয় বলে অভিযোগ আছে।

জেলার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো হাজারো দৈন্যদশা নিয়ে দিন অতিবাহিত করছে। ফলে বিদ্যালয়গুলো যে কোন মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী বঞ্চিত হবে।

অধিকাংশ বিদ্যালয়ই পুরানো, জরাজীর্ণ ভবনে ২/১ জন শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। নরসিংদী জেলার প্রাথমিক শিক্ষার পরিবেশের পরিবর্তন ও উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি না দিলে সরকার গৃহীত "সবার জন্য শিক্ষা" কর্মসূচী ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

—গাজী মোহাম্মদ ওহাব

আমিরাবাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়

ঢাকা জেলার অন্তর্গত কেরানীগঞ্জ উপজেলার আমিরাবাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়টি অনেক প্রাচীন ও সুপরিচিত। প্রায় প্রতি বছরই এই স্কুল থেকে অন্তত একজন হলেও প্রাইমারী বৃত্তি পেয়ে থাকে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় গত ১৯৭৩ সনে বিদ্যালয়টি সরকারীকরণ করা হলেও আজ পর্যন্ত বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য সরকারীভাবে তেমন কোন সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। পুরানো, বর্তমানে বিদ্যালয়টি বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন। সবচেয়ে বড় সমস্যা বিদ্যালয়টিতে আড়াইশ' ছাত্র-ছাত্রীর আসন আছে। কিন্তু বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেশী হওয়ায় স্থান সংকুলান হয় না। এই অবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীদের গাদাগাদি করে বসে ক্লাস করতে হয়। জায়গার অভাবে অনেক ছেলেমেয়ে ক্লাস করতে পারে না। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের যেমন পড়া লেখায় অসুবিধা হয়, তেমনি শিক্ষকদেরও ক্লাস নিতে দারুণ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এছাড়া এ বিদ্যালয়ে খাবার পানির সমস্যা রয়েছে। যদিও বেশ কিছুদিন আগে একটি নলকূপ স্থাপনের জন্য পাইপ আনা হয়, কিন্তু অজ্ঞাত কারণে নলকূপটি আজ পর্যন্ত বসানো হয়নি। এই এলাকার শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশ্যে অচিরেই বিদ্যালয়টির এসব সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত।

—হাফেজ আলতাফ